সমকাল

2 3 NOV 2025

যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি শুরু করল আরএফএল

■ সমকাল প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ আরএফএল। সম্প্রতি নরসিংদীর পলাশে আরএফএল গ্রুপের নিজস্ব কারখানা থেকে খেলনার প্রথম চালান আমেরিকার উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে কানাডা, ইতালি, সৌদি আরব, ভারত, নেপালসহ বিশ্বের ১০ দেশে আরএফএল গ্রুপের খেলনা রপ্তানি হচ্ছে। গতকাল শনিবার প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, 'আমরা সব সময় স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের পণ্য তুলে ধরতে কাজ করছি। যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আরএফএলের খেলনা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে তৈরি হওয়ায় শিশুদের জন্য নিরাপদ এবং দেশি-বিদেশি ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বড় ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে খেলনা রপ্তানির নতুন দ্বার উন্মোচন করবে বলে আশা করি।' তিনি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য শুধু রপ্তানি বৃদ্ধি নয়; বরং বাংলাদেশের খেলনা শিল্পকে বৈশ্বিক মানচিত্রে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশের খেলনার বাজার আগে ছিল আমদানিনির্ভর, সেখানে এখন আমরা নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আরএফএল বেবি স্পোর্টস ক্যাটেগরির খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে। আগামীতে আরও নতুন দেশ যুক্ত হওয়ার আশা প্রকাশ করেন তিনি।

আরএফএল গ্রুপ ২০১৫ সালে খেলনা উৎপাদন ও বিপণন শুরু করে। বর্তমানে প্লেটাইম ব্র্যান্ডের অধীনে এডুকেশনাল টয়, রিচার্জেবল কার, ট্রাইসাইকেল, রকার, স্লাইডার, বেবি স্পোর্টস ক্যাটেগরিসহ বিভিন্ন ধরনের খেলনা উৎপাদন ও বিপণন করে।

বণিক বার্তা
2 3 NOV 2025

গম রফতানিতে রাশিয়া

রফতানি (টন)

রাশিয়া বিশ্বের শীর্ষ গম রফতানিকারক দেশ। ইউক্রেন যুদ্ধের পর বশ্বিক সরবরাহে অস্থিতিশীলতা তরি হলেও দেশটি রফতানি বাজারে আধিপত্য বজায় রাখতে স ম হয়েছে। রাশিয়া কৃষি খাতে উৎপাদন বাড়ানো, কম দামে রফতানি এবং নতুন ক্রেতা দেশ যুক্ত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ধরে রেখেছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আ কা ও এশিয়ার দেশগুলো রুশ গমের বড় ক্রেতা। তবে নিষেধা া ও লজিস্টিক জটিলতার প্রভাবে দেশটি থেকে গত বছর খাদ্যশস্যটির রফতানি ১৭ দশমিক ১২ শতাংশ কমেছে। এ সময় মোট রফতানির পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৬০ লাখ টন।

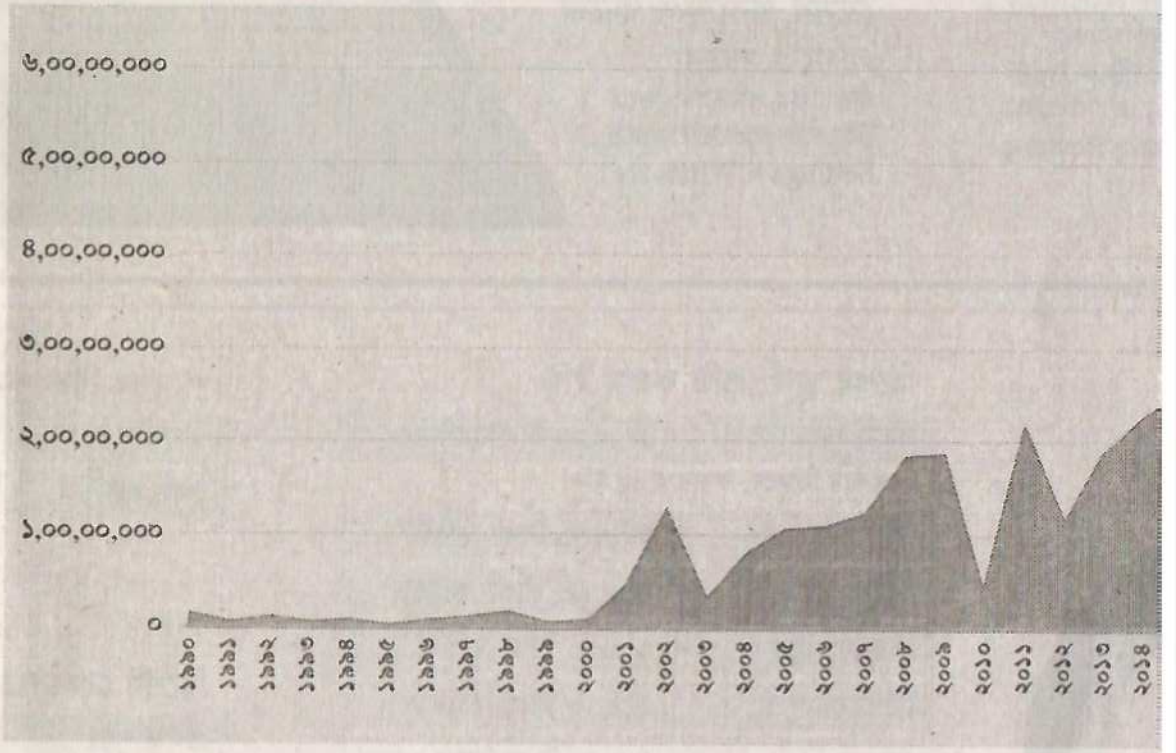

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯০	১২,০০,০০০	৪.৩৫%
১৯৯১	৫,৫৫,০০০	-৫৩.৭৫%
১৯৯২	৯,০০,০০০	৬২.১৬%
১৯৯৩	৫,০০,০০০	-৪৪.৪৪%
১৯৯৪	৬,১৯,০০০	২৩.৮০%
১৯৯৫	২,০৬,০০০	-৬৬.৭২%
১৯৯৬	৬,৯৭,০০০	২৩৮.৩৫%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	১১,১১,০০০	৫৯.৪০%
১৯৯৮	১৬,৫২,০০০	৪৮.৬৯%
১৯৯৯	৫,১৮,০০০	-৬৮.৬৪%
২০০০	৬,৯৬,০০০	৩৪.৩৬%
২০০১	৪৩,৭২,০০০	৫ ২৮.১৬%
২০০২	১,২৬,২১,০০০	১৮৮.৬৮%
২০০৩	৩১,১৪,০০০	-৭৫.৩৩%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৪	৭৯,৫১,০০০	১৫৫.৩৩%
২০০৫	১,০৬,৬৪,০০০	৩৪.১২%
২০০৬	১,০৭,৯০,০০০	১.১৮%
২০০৭	১,২২,২০,০০০	১৩.২৫%
২০০৮	১,৮৩,৯৩,০০০	৫০.৫২%
২০০৯	১,৮৫,৫৬,০০০	০.৮৯%
২০১০	৩৯,৮৩,০০০	-৭৮.৫৪%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১১	২,১৬,২৭,০০০	৪৪২.৯৮%
২০১২	১,১৩,০৮,০০০	-৪৭.৭১%
২০১৩	১,৮৬,০৯,০০০	৬৪.৫৬%
২০১৪	২,২৮,০০,০০০	২২.৫২%
২০১৫	২,৫৫,৪৬,০০০	১২.০৪%
২০১৬	২,৭৮,১৫,০০০	৮.৮৮%
২০১৭	৪,১৪,৪৭,০০০	৪৯.০১%

সা
২০
২০
২০
২০
২০
২০

সূত্র : ইনডেক্স মুন্ডি

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
2 3 NOV 2025

গম রফতানিতে রাশিয়া

রাশিয়া বিশ্বের শীর্ষ গম রফতানিকারক দেশ। ইউক্রেন যুদ্ধের পর বশ্বিক সরবরাহে অস্থিতিশীলতা তরি হলেও দেশটি রফতানি বাজারে আধিপত্য বজায় রাখতে স ম হয়েছে। রাশিয়া কৃষি খাতে উৎপাদন বাড়ানো, কম দামে রফতানি এবং নতুন ক্রেতা দেশ যুক্ত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা ধরে রেখেছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আি কা ও এশিয়ার দেশগুলো রুশ গমের বড় ক্রেতা। তবে নিষেধা া ও লজিস্টিক জটিলতার প্রভাবে দেশটি থেকে গত বছর খাদ্যশস্যটির রফতানি ১৭ দশমিক ১২ শতাংশ কমেছে। এ সময় মোট রফতানির পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৬০ লাখ টন।

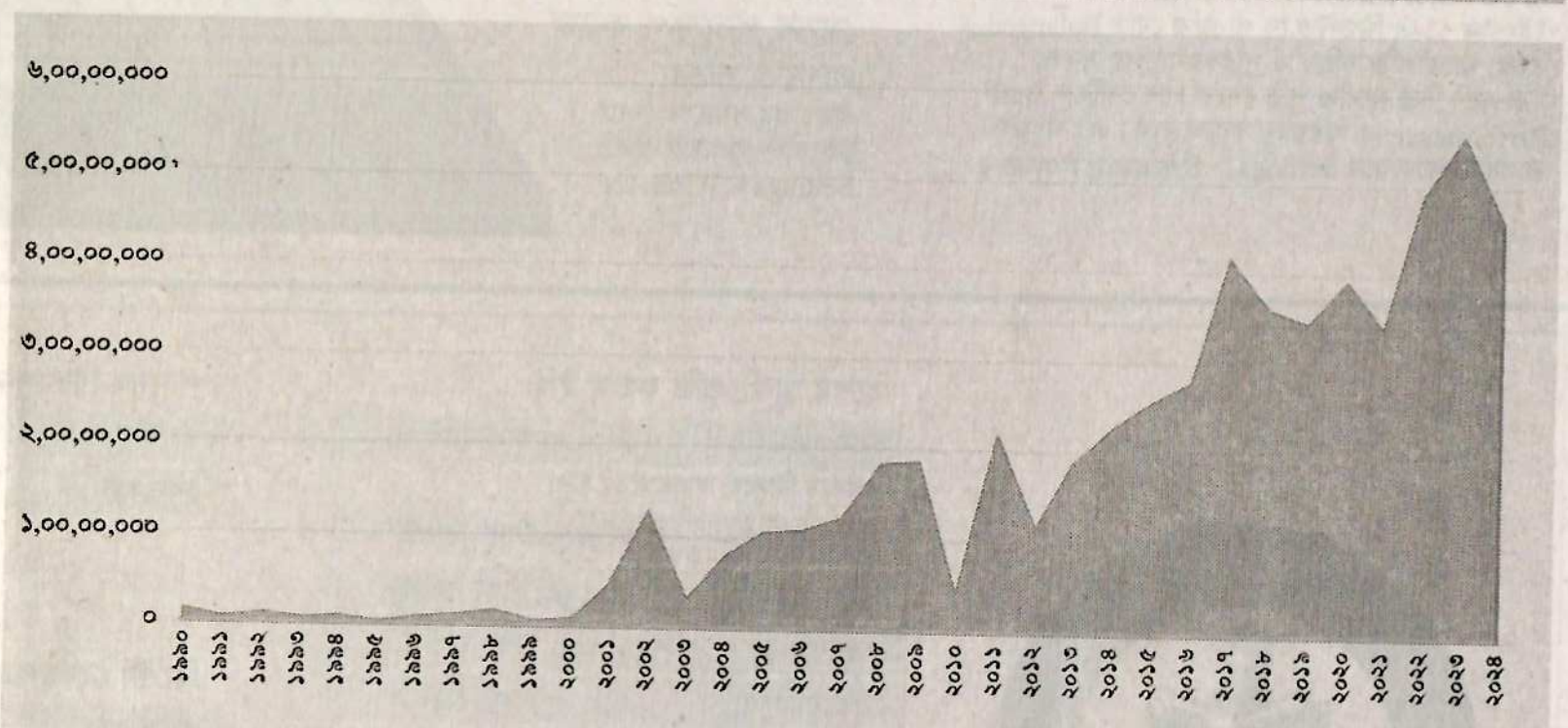

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	১১,১১,০০০	৫৯.৪০%
১৯৯৮	১৬,৫২,০০০	৪৮.৬৯%
১৯৯৯	৫,১৮,০০০	-৬৮.৬৪%
২০০০	৬,৯৬,০০০	৩৪.৩৬%
২০০১	৪৩,৭২,০০০	৫ ২৮.১৬%
২০০২	১,২৬,২১,০০০	১৮৮.৬৮%
২০০৩	৩১,১৪,০০০	-৭৫.৩৩%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৪	৭৯,৫১,০০০	১৫৫.৩৩%
২০০৫	১,০৬,৬৪,০০০	৩৪.১২%
২০০৬	১,০৭,৯০,০০০	১.১৮%
২০০৭	১,২২,২০,০০০	১৩.২৫%
২০০৮	১,৮৩,৯৩,০০০	৫০.৫২%
২০০৯	১,৮৫,৫৬,০০০	০.৮৯%
২০১০	৩৯,৮৩,০০০	-৭৮.৫৪%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১১	২,১৬,২৭,০০০	৪৪২.৯৮%
২০১২	১,১৩,০৮,০০০	-৪৭.৭১%
২০১৩	১,৮৬,০৯,০০০	৬৪.৫৬%
২০১৪	২,২৮,০০,০০০	২২.৫২%
২০১৫	২,৫৫,৪৬,০০০	১২.০৪%
২০১৬	২,৭৮,১৫,০০০	৮.৮৮%
২০১৭	৪,১৪,৪৭,০০০	৪৯.০১%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১৮	৩,৫৮,৬৩,০০০	-১৩.৪৭%
২০১৯	৩,৪৪,৮৫,০০০	-৩.৮৪%
২০২০	৩,৯১,০০,০০০	১৩.৩৮%
২০২১	৩,৪০,০০,০০০	-১৩.০৪%
২০২২	,৯০,০০,০০০	৪৪.১২%
২০২৩	৫,৫৫,০০,০০০	১৩.২৭%
২০২৪	৪,৬০,০০,০০০	-১৭.১২%

সূত্র : ইনডেক্স মুন্ডি

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ ঢাকা। ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

2 3 NOV 2025

BGMEA urges immediate inspection of factories

FE REPORT

The Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) has advised its members to immediately inspect their factory buildings for any structural flaws following Friday's earthquake, warning of possible aftershocks and urging factories to strengthen safety systems.

In a notification issued on Saturday, the apparel apex body said that after any major earthquake, there remains a significant risk of large aftershocks, which can pose serious threats to life and property. "Therefore, it is very important for us to be alert in this regard," the BGMEA cautioned.

Since a large number of employees work in garment factories, it is very important to strengthen the structural safety of

It also calls for strengthening safety measures after Friday's quake

factory buildings, the BGMEA suggested.

There are many types of machines in factory buildings that generate continuous vibrations while some sensitive places inside the units like elevators, boilers, generators, sub-stations, if damaged, can cause serious accidents at any time, it said.

As a result, a large number of workers may be injured, the BGMEA said, recommending immediate inspection of factories by structural or civil engineer to assess buildings for any cracks or other structural flaws to protect the buildings from aftershock or subsequent earthquake damage. It also advised inspecting elevators, boiler rooms, generator rooms, sub-stations by qualified engineers.

An earthquake, measuring 5.7 on the Richter scale, shook Bangladesh on Friday morning (November 21) that left around a dozen people dead and scores injured. The country experienced another earthquake on Saturday evening at around 6:06 pm with 3.7 magnitude on the Richter scale after another tremor was felt at 10:36 am, measuring 3.3 on the Richter scale.

Munni_fe@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard

2 3 NOV 2025

RFL begins exporting Bangladeshi-made toys to US

BUSINESS - BANGLADESH

TBS REPORT

RFL has begun exporting toys to the United States, marking a significant step in expanding Bangladesh's footprint in the global toy market.

The first consignment was dispatched from the RFL Group factory in Palash, Narsingdi, according to a press release issued on 22 November.

RFL toys are currently exported to ten countries, including Italy, Saudi Arabia, India, and Nepal. The company says its growing presence abroad reflects rising confidence among international buyers in the safety and quality of Bangladeshi-manufactured toys.

Kamruzzaman Kamal, marketing director of PRAN–RFL Group, said the launch of toy exports to the United States represents an important milestone. "We are constantly working to showcase Bangladesh's potential in the global market. The confidence of foreign buyers is increasing rapidly as our toys are safe for children and manufactured to world-class standards," he said.

He added that the company has orders worth $10 million, of which $5 million worth of toys have already been exported, and the remaining $5 million will be exported soon.

"The toy market in Bangladesh was previously import-dependent, but now we are becoming self-sufficient. RFL has started exporting toys in the baby sports category to the US market. We hope to add more countries in the future."

RFL Group began manufacturing and marketing toys in 2015. Under its "Playtime" brand, it now produces a wide range of products including educational toys, rechargeable cars, tricycles, rockers, sliders, and toys in the baby sports category.